কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ভূমিকা

1. ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদনে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধের স্মৃতিকে তৈরি করে। যখন আমাদের দেহে পরবর্তীকালে অনুরূপ রোগজীবাণু প্রবেশ করে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যার ফলে আমরা অসুস্থতার হাত থেকে বেঁচে যাই। তবে কিছু কিছু ভ্যাকসিন সকলের জন্য উপযুক্ত নয়। এর মধ্যে রয়েছে ক্যানসার রোগী, বা যাদের ভ্যাকসিনে উপস্থিত কোন উপাদানে অ্যালার্জি রয়েছে এমন। যখন বেশি সংখ্যক মানুষ ভ্যাকসিন নেবেন ও স্থানীয় সংক্রমণের ঝুঁকি কমে যাবে, তখন হার্ড ইমিউনিটি অর্জিত হবে। সুতরাং, ভ্যাকসিন নিলে শুধু আমাদের উপকার হবে এমন নয়, আমাদের আশেপাশের মানুষদেরও এতে উপকার হবে।

2. সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, বেশির ভাগ ভ্যাকসিনই সুরক্ষিত। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ইনজেকশনের জায়গায় ব্যথা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা, হালকা জ্বর, ও পেশিতে ব্যথা। অধিকাংশ সময়ে, এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি খুব হালকা হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ এগুলি অনুভব করতে পারেন না।

3. কিছু মানুষ খুব তীব্র প্রতিকূল প্রভাবের শিকার হতে পারেন, কিন্তু এমন ঘটনা দুর্লভ।

4. বিশ্ব জুড়ে বেশ কিছু কোভিড-19 ভ্যাকসিন ক্লিনিকাল ট্রায়ালের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে। এই ভ্যাকসিনগুলি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে একটিই লক্ষ্য পূরণ করে—কোভিড-19-কে রোধ করা।

5. সমস্ত ভ্যাকসিনকে পরীক্ষাগারে একটি প্রি-ক্লিনিকাল পরীক্ষণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট ভ্যাকসিন জীবন্ত প্রাণীদের উপর প্রয়োগের প্রভাব ও সুরক্ষা বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে। এর পরে, মূলত স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায় অব্দি ক্লিনিকাল পরীক্ষার জন্য নিয়োগ করা হবে যার মাধ্যমে ভ্যাকসিনের সুরক্ষা ও কার্যকারিতা অধ্যয়ন করা হবে। সমস্ত ভ্যাকসিনের মতোই কোভিড-19 ভ্যাকসিনকেও এই বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

6. হংকং-এ সাধারণ জীবনযাত্রা পুনরায় চালু করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে সুরক্ষিত ও কার্যকরী ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া খুব জরুরি। আগামি বছরে, সরকার একটি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চালু করবে যাতে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় ভ্যাকসিন নিতে পারবেন।

7. সরকার রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ(ভ্যাকসিন ব্যবহার) রেগুলেশন(চ্যাপ্টার 599K) প্রতিষ্ঠা করেছে যা খাদ্য ও স্বাস্থ্য সচিবকে জরুরি পরিস্থিতিতে হংকং-এ উপযুক্ত কোভিড-19 ভ্যাকসিন প্রয়োগের

ক্ষমতা ও অধিকার দেয়। জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য রেগুলেশনে নির্ধারিত ভ্যাকসিন সুরক্ষা, কার্যকারিতা ও গুণমানের দিক দিয়ে উপযুক্ত কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য বস্তুগত ক্লিনিকাল তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের মতামতে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সচিবের সম্মতি, এবং সংশ্লিষ্ট ভ্যাকসিন-নির্মাতাদের দ্বারা গ্রহীতার কোনরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

8. ঘটনাচক্রে কোভিড-19 ভ্যাকসিনের গবেষণা ও বিকাশের সময়সীমা অন্যান্য সাধারণ ভ্যাকসিনের তুলনায় অনেকটাই কম। ফলত, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল হারে টীকাকরণের ফলে দুর্লভ বা আকস্মিক তীব্র প্রতিকূল ঘটনা হবে না এমন বলা যায় না। সরকার সংশ্লিষ্ট ভ্যাকসিন নির্মাতাদের সঙ্গে তাদের ভ্যাকসিন গ্রহীতাদের উপর হওয়া কোন রকম প্রতিকূল প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে।

9. জনসাধারণকে টীকাকরণের আগে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য স্পষ্টভাবে জানানো হবে, এবং গ্রহীতার সম্মতি নিয়েই ভ্যাকসিন দিতে হবে। উপরোক্ত ব্যবস্থার জন্য সরকার বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ প্রচার করবে, যাতে সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে।

10. ভাইরাসের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ভ্যাকসিন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ; অবশ্য, কোন ভ্যাকসিনই 100% সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে না। সুতরাং, অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিও জরুরি। অতিমারী চলাকালীন, ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, সঠিকভাবে মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত।

11. উপরন্তু, কোভিড-19 এর সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ যেহেতু কঠিন অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে, তাই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ।

12. আরো তথ্য এবং আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ফেসবুক এবং কোভিড-19 থিম্যাটিক ওয়েবসাইট (https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html) নিয়মিত পরিদর্শন করুন।